পাঁচপ্রকার রতি ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে ভক্ত মনে রতির জাগরণ পাঁচ রকম হতে পারে। এই পাঁচ প্রকার রতি থেকে পাঁচ প্রকার রসের পরিণাম ঘটে; যেমন—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর (শৃঙ্গার বা উজ্জ্বল রস)। সংক্ষেপে এই রসগুলির রূপবৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ঃ

(ক) শান্তরস ঃ শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব ঐশ্বর্যময় নিত্যবস্তুরূপে এখানে গণ্য করা হয়। ভক্ত বিষয় বাসনা ত্যাগ করে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করেন। এই অবস্থায় ভক্ত-ভগবানে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে না। শান্তরসের স্থায়ী ভাব 'শম' নামক রতিভাব

হয়। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদাবলীতে শান্তরসের পদ রচনার দৃষ্টান্ত বিরল। তবে প্রাক্-চৈতন্য যুগের পদকার বিদ্যাপতির প্রার্থনা-বিষয়ক কবিতায় এই রসের প্রকাশ ঘটেছে; যথা—

'তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম
সুত-মিত-রমণী-সমাজে।
তোহে বিসরি' মন তাহে সমর্পিলুঁ
অব মঝু হব কোন কাজে ।।'

এই কবিতায় শান্ত রসের সঙ্গে মোক্ষ বাসনা বা মুক্তিকামনাও ব্যক্ত হয়েছে—'তারণ-ভার তুহারা'। পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকেরা মুক্তিবাসনা ত্যাগ করেন।

(খ) দাস্যরস ঃ এখানে কৃষ্ণ প্রভু, ভক্ত তাঁর ভৃত্য। তিনি ঐশ্বর্যশালী, ভক্ত দীন। কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপ ভক্তমনকে আকৃষ্ট করে। ভক্ত তাঁর সেবা করে কৃতার্থবোধ করেন। তাই দাস্যরসের স্থায়ী ভাব হয় 'সেবা' নামক রতি। এই রসে শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠার সঙ্গে সেবার ভাব বর্তমান থাকে। এই রসের পদের দৃষ্টান্ত রূপে মীরাবাঈ-এর 'চাকর রাখো জী' এবং পদাবলীতে নরোত্তম দাসের 'সেবা দিয়া কর অনুচর' পদের উল্লেখ করা যায়। তবে বিশুদ্ধ শান্ত বা দাস্যরসের পদ চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলীতে বিশেষ নেই।

(গ) সখ্যরস ঃ এই রসে শ্রীকৃষ্ণ ও ভক্তের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সমপ্রাণতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এখানে শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যের সেবার সঙ্গে সমপ্রাণতার ভাব যুক্ত থাকে। সেবা কেবল ভক্ত ভগবানকে করেন না, ভগবানও ভক্তের সেবা করেন। এই রসের স্থায়ীভাব 'বিস্রম্ভ' (সংকোচহীন পারস্পরিক বিশ্বাস) নামক রতি। সখ্যরসের উৎকৃষ্ট পদ রচনা করেছেন কবি বলরাম দাস; যেমন—

'কানাই হারিল আজু বিনোদ খেলায়।
সুবলে করিয়া কান্ধে বসন আঁটিয়া বান্ধে
বংশীবটতলে লৈয়া যায় ।।'

সখ্যরসে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাব ভক্তমনে থাকে না।

(ঘ) বাৎসল্য রস ঃ এখানে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভক্তের গড়ে ওঠে পাল্য-পালক সম্পর্ক। ভগবান হন সন্তান, ভক্ত মাতা (বা পিতা), যেমন যশোদা বা নন্দগোপ হয়েছেন। এখানে শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের বিস্রম্ভ ভাবের সঙ্গে লালন-মমতাধিক্য যুক্ত হয়। এমন কি, প্রয়োজনে তাড়ন-ভর্ৎসনাও লালনের অপরিহার্য অঙ্গরূপে দেখা দিতে পারে। এর স্থায়ীভাব 'বৎসলতা' নামক রতি। কবি যাদবেন্দ্র দাস, বিপ্রদাস, বলরাম দাস প্রমুখ একাধিক কবি এই রসের পদ রচনা করেছেন; যেমন যাদবেন্দ্র দাসের একটি অনবদ্য পদের অংশবিশেষ উল্লেখ করা যায় ঃ

'আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিও ধেনু পূরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসি আমি যেন শুনি ।।'

অথবা মা যশোদা সন্তান কৃষ্ণের অমঙ্গল আশঙ্কায় ভীত হয়ে বালক কৃষ্ণের প্রতি

অঙ্গে হাত দিয়ে রক্ষামন্ত্র পাঠ করছেন, তার এক সুন্দর চিত্র আছে কবি দ্বিজ মাধবের পদে ঃ

বিপিনে গমন দেখি হ'য়ে সকরুণ আঁখি
কান্দিতে কান্দিতে নন্দরাণী।
গোপালেরে কোলে লৈয়া প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া
রক্ষামন্ত্র পড়য়ে আপনি ।।
এ-দুখানি রাঙা পায় ব্রহ্মা রাখুন তায়,
জানু-রক্ষা করুন দেবগণ।
কটি তট সুজঠর রক্ষা করুন যজ্ঞেশ্বর
হৃদয় রাখুন নারায়ণ ।।

ভগবান স্বয়ং যে সর্বমঙ্গলময়, এই ভাব এখানে বাৎসল্যের কারণে যশোদার মন থেকে লুপ্ত হয়েছে।

(ঙ) মধুর রস ঃ মধুর রসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কান্ত বা প্রেমিক এবং ভক্ত কান্তা বা প্রেমিকা রূপে বিরাজ করেন। এই রসে শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের বিস্রম্ভ, বাৎসল্যের লালন এবং মধুরের কান্তভাব যুক্ত হয়। এর স্থায়ীভাব 'মধুরা' নামক রতি। শান্তরসে ভগবানকে ভালোবাসার প্রশ্ন থাকে না। এই ভালোবাসার সূত্রপাত হয় দাস্যে। পরে সখ্য এবং বাৎসল্যের মধ্য দিয়ে চরম পরিণতি ঘটে মধুর রসে।

প্রকারভেদ ও সংজ্ঞা ঃ মধুরা রতির প্রকার বা শ্রেণী তিনটি; যথা—সাধারণী, সমঞ্জসা এবং সমর্থা রতি। এর মধ্যে 'সমর্থা' রতি হল সর্বশ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে এই তিন রতির সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা আছে। সংক্ষেপে সহজভাবে বলা যায়, (ক) কৃষ্ণের রূপ দর্শনে ও তাঁর সঙ্গলাভে নিজের ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করার ঐকান্তিক বাসনা থেকে যে রতি ভক্তহৃদয়ে জেগে ওঠে, তারই নাম **'সাধারণী'** রতি। (খ) কৃষ্ণের গুণ ইত্যাদি শুনে শাস্ত্রসম্মতভাবে বিবাহবন্ধনের দ্বারা পারস্পরিক সঙ্গসুখলাভের বাসনা থেকে যে রতি ভক্ত হৃদয়ে জেগে ওঠে, তার নাম **'সমঞ্জসা'** রতি। (গ) ভক্ত হৃদয়ের জন্মগত কৃষ্ণরতি যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তিসাধনের আকাঙ্ক্ষাকেই একমাত্র লক্ষ ব'লে মনে করে সমাজ-সংসার সব তুচ্ছ জ্ঞান করে, যার আকর্ষণে ভগবান স্বয়ং ভক্তের বশীভূত হন, তাকেই বলে **'সমর্থা'** রতি। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, মথুরায় কুব্জার রতি 'সাধারণী', দ্বারকায় রুক্মিণী, সত্যভামা প্রমুখ রাণীগণের রতি 'সমঞ্জসা' এবং বৃন্দাবনে ললিতা-বিশাখা-চন্দ্রাবলী শ্রীরাধার রতিকে 'সমর্থা' রতি রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। 'সমর্থা'র নায়িকারা কৃষ্ণের 'নিত্যপ্রিয়া' রূপে গণ্য। আবার এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হলেন চন্দ্রাবলী ও রাধা। তবে এই দুইজনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা হলেন শ্রীরাধা। সুতরাং বলা যেতে পারে বৈষ্ণব পদাবলীতে শৃঙ্গার রসের বৃন্দাবনলীলার স্থায়ীভাব হল 'সমর্থা' নামক মধুর রতি, নায়ক হলেন কৃষ্ণ, নায়িকা রাধা, প্রতিনায়িকা চন্দ্রাবলী। এই ভাবটি বজায় রেখে পদাবলীর রসনিষ্পত্তি এবং তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা করা হয়েছে।